ভোড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এমপি কামারুল

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন।

শনিবার বিকেলে ভেড়ামারা উপজেলা হাসপাতালের সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শন কালে কামারুল আরেফীন এমপি হাসপাতালে উপস্থিত রোগীদের খোঁজ খবর নেন। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

পরিদর্শনজালীন সময়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফদের সাথে বৈঠক করেন।

ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র; বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি দ্রুত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। মেশিন মেয়াদোত্তীর্ণ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় দ্রুত স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য কেন্দ্রটিতে দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এখানে কর্মরত জনবল অন্য কেন্দ্রে বদলি করতে বলা হয়েছে। গত বুধবার (১৭ জানুয়ারি) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এ নির্দেশ দেয়।

আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন

বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান।

ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, ডিজেলে চলা ৬০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মেশিন মেয়াদোত্তীর্ণ, জরাজীর্ণ, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় ২০২২ সালে দুটি ইউনিট বন্ধ করা হয়। ইউনিটগুলোর মেয়াদকাল ধরা হয় ১৫ বছর। অথচ এক ও দুই নম্বর ইউনিট ৪৬ বছর ধরে চলার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর ৩ নম্বর ইউনিটটি ৪৪ বছর ধরে সচল আছে। সেটিও স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক ও দুই নম্বর ইউনিট বন্ধের পর প্রায় ২০০ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীকে অন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রে বদলি করা হয়েছে। তিন নম্বর ইউনিট এখনো সচল রাখা হয়েছে। সেখানে ৭৫ জন কর্মরত রয়েছেন। তবে ২০২২ সাল থেকে তিন নম্বর ইউনিট থেকে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় না। অথচ কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণ, ডিজেল খরচ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ২০২২ সালে সরকারের খরচ হয়ে গেছে ৮ কোটি টাকা। ২০২০ সালে ১৩ কোটি, ২০২১ সালে ১২ কোটি, ২০২২ সালে ৮ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

জানা গেছে, ভেড়ামারার ঐতিহ্যবাহী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৯৭৬ সালের ২৭ এপ্রিল জার্মানির এজি কার্নিস কোম্পানির প্রযুক্তিতে একটি জিট ইউনিট নিয়ে প্রথম উৎপাদনে আসে। একই বছরের ২৮ জুলাই দ্বিতীয় ইউনিট চালু হয়। সে সময় ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি ইউনিট থেকে মোট ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। চাহিদার কারণে ১৯৮০ সালের ১৯ জানুয়ারি জাপানের হিটাসি কোম্পানির প্রযুক্তিতে ২০ মেগাওয়াটের আরেকটি ইউনিট চালু করা হয়। তখন মোট সক্ষমতা দাঁড়ায় ৬০ মেগাওয়াট। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ, জরাজীর্ণ আর অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দুই বছর আগে এক ও দুই নম্বর ইউনিটটি বন্ধ করে দেয় সরকার। তবে এখনো প্রস্তুত রাখা হয়েছে তিন নম্বর ইউনিটটি।

ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান বলেন, তিন নম্বর ইউনিটটি দ্রুত বন্ধের জন্য গত বুধবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে ৭৫ জন কর্মরত রয়েছেন। তাদের বদলি করার জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যতদ্রুত সম্ভব বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রের জনবল অন্যত্র বদলি করতে ও মেশিনটি বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

এর আগে ২০২২ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ, জরাজীর্ণ, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও

উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় এক নম্বর ইউনিট ও দুই নম্বর ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন নম্বর ইউনিট থেকে ২০২২ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা হলেও মেশিনটি সচল রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে যে কোনো মুহূর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। তবে এটি বন্ধ করে অকশন দিয়ে জায়গাটি ক্লিয়ার করতে হবে। এখানে ৮ মেগাওয়াটের সোলার প্যানেল (সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র) বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে যে ইউনিটটি সচল আছে সেটি খুবই ভালো। এটি জাপানি মেশিন। মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও খুব ভালো আছে, একদম ফ্রেশ আছে, যে কোনো সময় আমরা পাওয়ার দিতে পারব। ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিন এটি। সারাদেশে বিদ্যুৎ অফ হয়ে গেলে তখন কাজে লাগবে। তেলের দাম বেশি, উৎপাদন ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ইমার্জেন্সি লাগলে, উৎপাদন করা যাবে। এটি সচল রাখতে মেশিন চালু রাখতে হয়। চালু রাখতে বছরে এক থেকে দেড় লাখ টাকার তেল খরচ হয়। যন্ত্রাংশ কেনা লাগে না, খরচ খুবই সীমিত। ২০২৩ সালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ডিজেল, মেডিকেল, স্কুলসহ মোট সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে ৭৫ জন কর্মরত আছেন। তাদের মাসিক বেতন বাবদ ব্যয় হয় ২৫ লাখ টাকা। ২০২২ সালে তিনটি ইউনিটে কর্মরত ছিলেন ২৭০ জন। ২০২২ সালে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সর্বমোট ২০২৪ সালে দুই কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম বলেন, ২০২২ সালে দুটি ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিন নম্বর ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং পররর্তীতে ২২৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে খুব সহজেই এটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। তিন নম্বর ইউনিটের খরচে নতুন কেন্দ্রের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে। কেননা, নতুন কেন্দ্র নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য জায়গা, পানিসহ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রয়োজন তার সবটাই এখানে রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় অর্ধকোটি টাকার কোকেনসহ বাস জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার মথুরাপুর বাস স্ট্যান্ড বাজারে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এ মাদক উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, বাস যোগে মাদক পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে ৪৭বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনস্থ প্রাগপুর বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ হাবিলদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি’র টহল দল মথুরাপুর বাজারে কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা প্রাগপুরগামী যাত্রীবাহী রোহান পরিবহনে তল্লাশি অভিযান চালায়।

এসময় মালিক বিহীন প্যাকেটজাত অবস্থায় ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করে যার মূল্য ৪৯ লক্ষ ২৫টাকা বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উদ্ধার করা মাদক সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দিয়েছে বিজিবি।

কুষ্টিয়ায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছুটা শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল বিতরণ করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

আজ শনিবার সকালে জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যালয়ের সামনে দুই শতাধিক পরিবারের মধ্যে নিজে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেন জেলা প্রশাসক।

তীব্র শীতের মধ্যে শীতবস্ত্র পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন অসহায় মানুষগুলো।

কম্বল পাওয়া শহরপর রেললাইন সুখনগর বস্তি এলাকার রিকসাচালক বাশার বলেন, আমি রিকশাচালক। রাত হলে ছেলে মেয়ে নিয়ে শীতে খুব কষ্ট করি। রোজগার করে যে টাকা পাই তা দিয়ে একটা ভালো কম্বল কিনার সাধ্য নেই। অনেকের কাছে একটা কম্বল চাইছিলাম কেউ দেয়নি। আজ শুনলাম ডিসি স্যার কম্বল দেবে শুনেই আসিছি। ডিসি সাব আমাকে একটা শীতবস্ত্র দিয়েছেন। এটা আমার জীবনের সব থেকে বড় পাওয়া। মনে হয় আল্লাহ আমার চাওয়া কবুল করছে। এখন রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারব।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, গত দুই সপ্তাহ ধরে খুব কনকনে শীত পড়েছে। এই জেলায় ছিন্নমূল মানুষের পাশাপাশি দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের মানুষরা শীত বেড়ে যাওয়ায় এসব মানুষ শীতে অনেক কষ্ট পাচ্ছে। তাই তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য এই শীতবস্ত্র বিতরণে উদ্যোগ নেওয়া। এতে করে তাদের কষ্ট লাঘব হবে।

শুধু সরকার নয়, সমাজের বিত্তশালীদের শীতার্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমরা এ বছর দুযোর্গ ব্যবস্থপনা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার থেকে ৪৮ হাজার কম্বল পেয়েছি। যেগুলো আমরা উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করেছি। ইতোমধ্যে স্ব-স্ব উপজেলা দুস্থ ও শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকেও সাড়ে ৫ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাল্যবিয়ে পণ্ড, এতিমখানায় গেলো বিয়ে বাড়ির খাবার

কুষ্টিয়ায় একটি বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় বিয়ের অনুষ্ঠানের সব খাবার এতিমখানা ও মাদরাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের ফারাজী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ০৩ জানুয়ারি হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের মো. কালু মিয়ার ছেলে মো. নিশানে সঙ্গে একই এলাকার ফারুখ হোসেনের কন্যা ফাহিমা আক্তারের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ সম্পন্ন হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। গোপন খবর পেয়ে জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতিম শীল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় বরপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় উপস্থিত কনের অভিভাবককে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে মানবিক দৃষ্টিতে কনের মা-বাবা থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে বরপক্ষের জন্য রান্না করা খাবার উপজেলার হাটশ হরিপুর গোরস্থানের এতিমখানায় খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল বলেন, কনে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় দেশের প্রচলিত আইন মেনেই এ বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কনের মা ও বাবা শাস্তি হিসেবে বিয়ের বরযাত্রীদের জন্য তৈরি করা সব খাবার এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। এ ধরনের বাল্যবিয়ে যাতে না হয়, সেজন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক খোঁজ রাখা হচ্ছে।

অভিযানে কুষ্টিয়া সদর ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল ও কুষ্টিয়া মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নূরে সফুরা ফেরদৌসসহ কয়েকজন পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকি: যুবক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকির ঘটনায় রাকিবুল হাসান (৪০) নামের এক যুবককে

গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে রাকিবুল হাসানকে আসামি করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করেন। গ্রেপ্তারকৃত রাকিবুল হাসান দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বাদী একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী। বেশ কিছুদিন আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি রাকিবুল হাসানের পক্ষে একটি মামলায় অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এর সঙ্গে বাদী সহযোগিতা করেন। সে সূত্রে বাদীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় হয়। এরপর থেকে বাদীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে অশালীন বার্তা পাঠাতেন ও কু-প্রস্তাব দিতেন রাকিবুল। ভুক্তভোগীর মুখ নগ্ন ছবি ও ভিডিওতে সংযুক্ত করে ১৬ জানুয়ারি বাদী হোয়াটসঅ্যাপে ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মোবাইল ফোনে পাঠায় রাকিবুল। এ সময় প্রস্তাবে রাজি না হলে এডিট করা নগ্ন ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্ত যুবক।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. মাহমুদুজ্জামান বলেন, রাতে মামলা দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার মোবাইল ফোন থেকে এডিট করা কিছু ছবি উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী তরুণী বলেন, রাকিবুল হাসান তার ছবি সুপার এডিট করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তার রাকিবুলকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ার খোকসাতে কলা চাষে লাভবান বেশি হওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা

আগের সময়ে সাধারণত গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন পতিত জমিতে কলা চাষ করা হতো। কিন্তু কলা চাষে লাভবান বেশি হওয়ায় এখানকার কৃষকরা ফসলি জমিতে বেশ যত্ন করে কলা চাষের ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করছে স্থানীয় কৃষকরা।

আবহাওয়া অনুকূলে ও ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কলা চাষীরা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন কলা আবাদে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর কলা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩১ হেক্টর জমিতে। এ পর্যন্ত কলা চাষ হয়েছে উপজেলায় ৪৯৫ হেক্টর জমিতে।

ওসমানপুর ইউনিয়নে ১০১ হেক্টর জমিতে কলা চাষ হয়েছে। এছাড়াও কলা চাষ হয়েছে জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়নের ৭৭ হেক্টর, আমবাড়িয়া ইউনিয়নে ৩৭ হেক্টর, গোপগ্রাম ইউনিয়নে ৩০ হেক্টর, শোমসপুর ইউনিয়নের ৩৪ হেক্টর, খোকসা ইউনিয়নের ৩৫ হেক্টর, শিমুলিয়া ইউনিয়নে ৪৯ হেক্টর, পৌরসভায় ২৮ হেক্টর, বেতবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬৭ হেক্টর ও জানিপুর ইউনিয়নের ৩৭ হেক্টর সহ মোট ৪৯৫ হেক্টর জমিতে এবছর কলার আবাদ হয়েছে।

জানা গেছে,বেশিরভাগ চাষীরা সবরী কলা ও চাপা সবরী, আনাজি কলা ও সাগরকলা সহ স্থানীয় আরো দুই তিন জাতের কলা আবাদ করেছে। কলা চাষীরা এ সকল জমির মধ্যে সাথী ফসল হিসেবে সরিষা আবাদ করেছে, আবার কেউ আবাদ করেছে কালোজিরা। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বাছাইকৃত কৃষকদেরকে কলা চাষের উপযোগী প্রশিক্ষণ ও উচ্চমূল্যের ফলন শীল ফসলের চাষাবাদ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে অন্য জায়গায় কলার রপ্তানি করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে হবে বলে আশা প্রকাশ করছে কৃষি বিভাগ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সবুজ কুমার সাহা জানান, কৃষকদেরকে

উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে কলার বীজ(পোয়া) ও রাসায়নিক সার প্রদান করায় উপজেলার কৃষকরা কলা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আগামীতেও স্থানীয় কৃষকরা কলা চাষে বেশি আগ্রহী প্রকাশ করবে বলে আশাবাদী।

কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রাম পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রাম পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. এহেতেশাম রেজা ও পুলিশ সুপার (এসপি) এ এইচ এম আবদুর রকিব।

আজ বুধবার দুপুর ২টার দিকে তারা পীতাম্বরবশী গ্রাম ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহবুবুল হক, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

পরিদর্শনকালে গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করে জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা বলেন, আতঙ্ক ও ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রশাসন সবসময় আপনাদের সঙ্গে ছিল ও আছে। আপনারা সবাই মিলেমিশে বসবাস করছেন, বিভেদ ভুলে মিলেমিশেই থাকবেন। এ সময় জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গত ৭ জানুয়ারি রাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই মিছিল বের করেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা। এ সময় কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রামের কয়েকটি হিন্দুবাড়িতে হামলা- ভাঙচুর ও কয়েকজনকে মারধর করে করা হয়। এরপর এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া দুটি পরিবারের একটি ফিরলেও, অন্যটির দুই সদস্য বাইরে রয়েছেন। সেখানে প্রায় ৭০ ঘর হিন্দু পরিবার রয়েছে।

স্বতন্ত্র হয়ে ট্রাক প্রতীকে সংসদ সদস্য হয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ। তিনি ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ২০১৮ সালে এ আসনে প্রথমবার নৌকা পেয়ে বিজয়ী হন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ। এবার আওয়ামী লীগ তাঁর হাতেই নৌকা তুলে দিলেও আবদুর রউফের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন। এর পরই বিজয়ী প্রার্থীর অনুসারীরা চড়াও হয় জর্জের সমর্থক পীতাম্বরবশী গ্রামের হিন্দু পরিবারের ওপর। সরেজমিন কথা হয় সাধারণ মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়াও স্থানীয় মন্দির কমিটির নেতাদের সঙ্গে। হামলার জন্য তারা ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রুপিং, জমি ও মন্দির কমিটি নিয়ে বিরোধ ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভাজনকে দায়ী করেছেন।

পান্টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইউনিয়ন মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল বিশ্বাস বলেন, গ্রামের ৭০ ঘর হিন্দু পরিবারই আওয়ামী লীগের সমর্থক। অতীতে কখনও নির্বাচন নিয়ে এখানে হামলা-মামলা হয়নি। বিএনপি-জামায়াত নির্বাচনে আসেনি। তার পরও এবার হামলা মেনে নিতে পারছি না। নেতাদের গ্রুপিং রাজনীতির শিকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাড়িতে থেকেও সবাই শঙ্কিত, কখন কী হয়! আমরা শান্তি চাই।’।

পীতাম্বরবশী গ্রামে ঢুকতেই একটি মন্দির। ৫৩ শতক জমির এ মন্দির করেছেন গ্রামের বিশ্বাস পরিবারের পূর্বসূরিরা। আধিপত্য বিস্তার ও মন্দির কমিটির বিরোধে গত বছর একটি অংশ বিশ্বাসদের ত্যাগ করে। বর্তমান কমিটির সভাপতি জীবন রঞ্জন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক দেব দয়াল বিশ্বাসের সঙ্গে আগের কমিটির সভাপতি সুজিত কুমার সরকার ও সাধারণ সম্পাদক পল্লব কুমারের দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছে। সম্প্রতি পল্লব কুমারের লোকজন ধান কাটতে গেলে বাধা দেয় প্রতিপক্ষ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায়

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ময়না খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২র’ সদস্যরা।

গ্রেপ্তারকৃত ময়না খাতুন(৩৭) তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভার নওদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে র্যাব-১২ সিপিসি-১ ক্যাম্পের কোম্পানি স্কোয়াড কমান্ডার কিশোর রায় প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মঙ্গলবার(১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি ময়না খাতুন। ২০১৫ সালে ভেড়ামারা থানাধীন নওদাপাড়া গ্রামস্থ মনোয়ারা বেগমের বাড়ীর সামনে অবৈধ হেরোইন ক্রয়/ বিক্রয়কালে গ্রেফতার হন ময়না। উক্ত ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ধারা-১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২১সালের ২৮নভেম্বর কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে।

রায় ঘোষণার আগে থেকেই জামিনে বের হয়ে ময়না খাতুন আত্মগোপনে চলে যায়। পরে প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঢাকার সাভার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন।

ময়না খাতুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়ায় রোটারী অজয় সুরেকা দম্পতির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকার ব্যাক্তিগত অর্থায়নে আজ সকালে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকাসহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক জাকির হোসেন, রোটারিয়ান রুয়াইম রাব্বি এমপিএইচএফ এমডি, জাহিদুল ইসলাম রনিসহ রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩২৮১ এর অ্যাডিশনাল গভর্নর রোটারিয়ান অজয় সুরেকা এমপিএইচএফ জানান, সারাদেশের মতো কুষ্টিয়াতেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কনকনে শীতে পৌর এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা যারা রোটারী করি এসব রোটারিয়ানরা নিজেদের উপার্জনের অর্থের একটি অংশ সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকি। রোটারীর মাধ্যমে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা একটি মহৎ কাজ। সমাজের বিত্তবানদের সকলের উচিত যার যার অবস্থান থেকে রোটারীর ন্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। তাহলেই আগামীর জন্য একটি সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

এদিকে কম্বল পেয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষ বলেন, রোটারী ক্লাবের অজয় সুরেকা ও তর পরিবারের পক্ষ পক্ষ থেকে এই তীব্র শীতে কম্বল উপহার পেয়ে আমাদের অনেক উপকারে লাগবে। শীত লাঘব হবে। কম্বল পেয়ে একটু আরাম পাবো।